স্বৈরাচারের দোসর যে সকল সচিবকে প্রত্যাহার করা দেশ ও জনগণের স্বার্থে আশু জরুরি :

ক্রঃ নং	নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবী	মন্তব্য
১	নাজমুল আহসান (৫৯৬৩)	সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	কট্টরপন্থী আলীগ। শেখ হাসিনার সাতক্ষীরা কিলিং এর সাথে সরাসরি জড়িত ছিলেন। সাতক্ষীরার জেলা প্রশাসক থাকা অবস্থায় ২০ জনের অধিক রাজনৈতিক কর্মী হত্যার সাথে তিনি জড়িত ছিলেন। পদোন্নতি পদায়নের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক হিসেবে ঐ আমলে কাজ করেছেন। স্বৈরাচারের পলিসি মেকার। কট্টর আওয্যামী মতাদর্শের এই আমলা আওয্যামী আমলে যথাক্রমে সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলার ডিসি ছিল। ২০১৪ এর একতরফা ইলেকশনের কারিগর সাতক্ষীরা জেলায়। ওই সময় অসংখ্য বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীর গুম খুন ও বাড়িঘর ধ্বংসের নির্দেশদাতা। সাতক্ষীরার কসাই নামে পরিচিত। এরপর জ্বালানি ও খনিজ সম্পদসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেছে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান ছিল। তার বিরুদ্ধে পাঁচই আগস্টের পর সাতক্ষীরায় মানববন্ধনসহ নানা ধরনের আন্দোলন হলেও এবং পত্রপত্রিকায় অনেক লেখালেখি হলেও এর কেশাগ্র কেউ স্পর্শ করতে পারেনি।
২	ফারাহনা আহমেদ (৫৭৬৪)	সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।	স্বৈরাচারের দোসর। আলীগের সাথে জড়িত। কর্মকর্তাদের পদোন্নতি বঞ্চিত করার গ্রুপের সদস্য। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে থাকাকালীন অবৈধভাবে একইসাথে রাজউকের প্লট ও ফ্ল্যাট নিয়েছেন। তার স্বামী ৮৪ ব্যাচের শামসুল আরেফিন দুদকের সচিব ছিলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা হিসেবে পরিচিত।
৩	মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়া (৫৭০৪)	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।	স্বৈরাচারের দোসর। মুজিব শতবর্ষ উদযাপন কমিটির সদস্য-সচিব ছিলেন। আওয়ামী লীগের ৪ বছর ফার্স্ট সেক্রেটারী (উপসচিব) হিসেবে বাংলাদেশ হাই কমিশন, কানাডায় কর্মরত ছিলেন। আওয়ামী কোর গ্রুপের সাথে সম্পর্ক রাখেন। দুর্ণীতিপরায়ন কর্মকর্তা হিসেবে পরিচিত।
৪	মুহম্মদ ইব্রাহীম (৫৬৫২)	চেয়ারম্যান (সচিব), ভুমি আপিল বোর্ড।	চরম আওয়ামীপন্থী কর্মকর্তা হিসেবে পরিচিতি এবং বর্তমান সরকারের জন্য ক্ষতিকর। পদোন্নতি বঞ্চিত করার অন্যতম কারিগর। আলীগ আমলের প্রথম ৫ বছর বাহরাইনে প্রথম সচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এরপর স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রির পিএস এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব ছিলেন। পদোন্নতি পদায়নের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক হিসেবে ঐ আমলে কাজ করেছেন। স্বৈরাচারের পলিসি মেকার। দুর্নীতি পরায়ণ কর্মকর্তা ও বিপুল পরিমাণ সম্পদের মালিক।

৫	নাজমা মোবারেক (৫৯৭৫)	সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	স্বৈরাচারের দোসর। আওয়ামী আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত সচিব। সাবেক গভর্ণর আব্দুর রউফ এর ঘনিষ্টজন হিসেবে পরিচিত, তার পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি সচিব পদে নিয়োগ পেয়েছিলেন। এখনও গোপন যোগাযোগ আছে মর্মে জানা যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ রোকেয়া হলের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক এবং সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক। সীল মারা আওয়ামীলীগার। পলাতক গভর্নর আব্দুর রউফের বান্ধবী রূপে পরিচিত ছিল। জাতীয় পার্টির দুর্বৃত্ত পলাতক এমপি গোলাম ফারুক অভির আপন কাজিন। এরকম বহু কানেকশন ব্যবহার করে আওয়ামী লীগ আমলে ভালো ভালো পদে থেকেছে। তাকে শুধু অপসারণ-ই নয়, তাকে এ্যারেষ্ট করা প্রয়োজন।
৬	মোঃ মুশফিকুর রহমান (৫৯৯৩)	সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	অতিমাত্রায় আওয়ামীলীগ। নেত্রকোনার ডিসি ছিলেন ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কর্মরত ছিলেন। সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ময়মনসিংহ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের ক্যাডার ছিল। ইতোপূর্বে পিপিপি এর চেয়ারম্যান (সচিব) ছিলেন। পূর্বে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব ছিলেন।
৭	মোঃ আব্দুর রহমান খান (৭৭৬৮)	সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	অতিমাত্রায় আওয়ামীলীগ ও দূর্নীতিপরায়ন কর্মকর্তা। আওয়ামীলীগ আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত সচিব। সাবেক গভর্ণর আব্দুর রউফ তালুকদার দরবেশ খ্যাত সালমান এফ রহমানের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও প্রিয়ভাজন। নিজ উদ্যোগে অকেবারই ধানমন্ডিতে শেখ মুজিবের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে ধন্য হয়েছেন।
৮	ড. মোহাম্মদ খায়রুজ্জামান মজুমদার (৭৫১৩০	সচিব, অর্থ বিভাগ	স্বৈরাচারের দোসর। আওয়ামীলীগ মন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু, সাবেক গভর্ণর আব্দুর রউফ তালুকদার এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাজন। তাদের পৃষ্ঠপোষকাতায় সচিব হিসেবে নিয়োগ পান। চরম দুর্ণীতিবাজ কর্মকর্তা। চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউসে কর্মরত থাকাকালে বিপুল অর্থের মালিক হন এবং এ বিষয়ে তৎকালীন পত্রিকায় হেডলাইন হয়। অর্থসচিবের পূর্বে তিনি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব ছিলেন। আওয়ামীলীগের অর্থপাচারের সাথে সরাসরি জড়িত।
৯	মোঃ রুহুল আমিন (৭৫৬৩)	সদস্য, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন	স্বৈরাচার দোসর। আওয়ামীলীগ আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত। আওয়ামীলীগ আমলে জনশক্তি রপ্তানীর অনিয়মে ব্যাপকভাবে জড়িত। কর ক্যাডারের কর্মকর্তা হিসেবেও দুর্নীতিপরায়ন হিসেবে পরিচয় রয়েছে।
১০	খোরশেদা ইয়াসমীন (৬০৮০)	সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন	স্বৈরাচার দোসর। আওয়ামীলীগ আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত সচিব। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের কর্মরত ছিলেন। প্রাক্তন অডিটর জেনারেল আহমেদ আতাউল হাকিমের ছোট ভাই এর স্ত্রী যারা পারিবারিকভাবি রাজবাড়ী জেলার আওয়ামীলীগের সমর্থক এবং শেখ হাসিনার অন্ধভক্ত। সব সময় সচিবালয়ে ভালো ভালো পোস্টিং এ থেকেছে। আওয়ামী আনুগত্যের পুরস্কারস্বরূপ তাকে সচিব করে যায় হাসিনা।

১১	মোঃ আমিন উল আহসান (৫৯৬৫)	চেয়ারম্যান (সচিব), বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন	অতিমাত্রায় দোসর। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগে কর্মরত ছিলেন। ফেনী ও খুলনার ডিসি ছিলেন। একেবারে প্রকাশ্যে আওয়ামীলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত। পাবনা জেলার ঈশ্বরদিতে তার বাড়িতে আওয়ামীলীগের দলীয় পতাকা ওড়ানো হয়। বরিশালের বিভাগীয় কমিশনার ছিল। একনিষ্ঠ আওযামী সেবক। বর্তমান সরকারের সময় অনেক আওযামী দোসরের সমস্যা হলেও এর গায়ে কেউ আঁচড় দেয়নি। পাবনার ঈশ্বরদিতে বাড়ী হবার কারণে রাষ্ট্রপতি চুপ্পুর সাথে হট কানেকশন আছে।
১২	সাইদ মাহবুব খান (৬০২৭)	রেক্টর (সচিব), বিপিএটিসি	অতিমাত্রায় আওয়ামীলীগ। সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সচিব, সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর পিএস, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, দুর্নীতি দমন কমিশনের পরিচালক পদে দীঘ দিন দায়িত্ব পালন করেছেন। অসম্ভব দুর্নীতি পরায়ণ কর্মকর্তা। আওযামী আমলে একটা বিরাট সময় দুর্নীতি দমন কমিশনের মহাপরিচালক ছিল, এবং আওযামী দুর্বৃত্তদের ক্লিনচিট দেয়ার কাজে ব্যস্ত ছিল। সাথে সাথে বেগম জিয়া ও জিয়া পরিবারের নামে মিথ্যা মামলার বয়ান তৈরিতেও লিপ্ত ছিল। কট্টর আওযামী মতাদর্শের। এজন্য গত বিএনপি আমলে শেষের দিকে সুনামগঞ্জের হাওরে বদলি হয়।
১৩	মোঃ মুকাব্বির হোসেন	সিনিয়র সচিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	চরম ও অতিমাত্রায় সুবিধাবাদী ও স্বৈরাচারের দোসর। প্রথমবারেই উপসচিব, যুগ্মসচিব ও অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি। ৯৬ এর আলীগের সময় ঢাকার ধামরাইয়ের এসি (ল্যান্ড) ছিলেন। বর্তমান আলীগের সময় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ও যুগ্মসচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের যুগ্ম সচিব এবং বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, বিমানের এমডি, জননিরাপত্তা বিভাগের সচিব ছিলেন। ৮৫ ব্যাচের ক্ষতিকর কর্মকর্তা মুহিবুল হক বেসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রণালয়ের সচিব হওয়ার পর জনপ্রশাসনে অনুরোধ করে তাকে বেসামরিক ও বিমান মন্ত্রণালয়ে নিয়ে যায়। তিনি মূলতঃ ৮৫ ব্যাচের ক্ষতিকর কর্মকর্তা মুহিবুলের আশির্বাদপুষ্ট কর্মকর্তা আওয়ামীলীগের পলিসি মেকার এবং বিএনপি, জামায়াত ও দেশপ্রেমিক কর্মকর্তাদের বঞ্চিত করার অন্যতম কারিগর। তাকে অপসারণসহ গ্রেফতার করা প্রয়োজন।
১৪	মোঃ সাইদুর রহমান (৫৫৪৪)	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	স্বৈরাচারের দোসরও সুযোগসন্ধানী কর্মকর্তা। আওয়ামী আমলে অতিরিক্ত সচিব ও গ্রেড-১ পেয়েছেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ও স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে অতিরিক্ত সচিব ছিলেন। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে থাকাকালীন ব্যাপক দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাঠ প্রশাসনে থাকাকালীন ২০১৮ রাতের ভোটের একজন কারিগর ছিলেন। বর্তমান সরকারের সময় তাকে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে সচিব ও চুক্তিভিত্তিক সচিব হিসেবেও পদায়ন করা হয়।
১৫	ড. মোঃ শাহদুল্লাহ (৫৯৩৬)	রেক্টর (সচিব), জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাডেমি	অতিমাত্রায় আওয়ামীলীগ। প্রাক্তন মূখ্যসচিব আবুল কালাম আজাদের পিএস, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক/মহাপরিচালক, জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়ের অতিরিক্ত সচিব ছিলেন। ২০১৮ এর রাতের ভোটের একজন কারিগর ছিলেন। পদোন্নতি পদায়নের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক হিসেবে ঐ আমলে কাজ করেছেন। স্বৈরাচারের পলিসি মেকার। এই লোক বর্তমান সরকারের আমলে কিভাবে সচিব থাকে তা অনেকেরই মাথায় আসে না। আওযামী আমলের সিংহভাগ সময় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

			থেকে অসংখ্য অফিসার বিশেষ করে ভিন্ন মতাবলম্বীদের শাস্তি মূলক বদলি শাস্তিমূলক পোস্টিং দিয়ে জীবন অতিষ্ঠ করত। জনপ্রশাসনে যে আওয়ামী চক্র ওই সময় কাজ করেছে তার এক সক্রিয় সদস্য ছিল এই সহীদুল্লাহ। সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে তার সম্পর্ক ছিল এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় আওয়ামী লীগের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করতো। এখনো সে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের এর প্রধান হয়ে বসে আছে। এই সরকারের আমলে তাকে প্রথমদিকে সম্ভবত ওএসডি করা হয়। কিন্তু কোন এক ফাঁকে সুযোগ বুঝে পুনর্বাসিত হয়ে গেছে।
১৬	ড. মোঃ ওমর ফারুক (৫৯৪৮)	রেক্টও (সচিব), বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি	কট্টরপন্থী আওয়ামীলীগ। আওয়ামী হুইপের পিএস, ভারতে বাংলাদেশ হাইকমিশনে প্রথম সচিব ছিলেন। পদোন্নতি পদায়নের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক হিসেবে ঐ আমলে কাজ করেছেন। স্বৈরাচারের পলিসি মেকার। ২০১৮ এর রাতের ভোটের একজন কারিগর ছিলেন। প্রশাসনের সবাই জানে তিনি আওয়ামীলীগার। ভয়ঙ্কর এক আওয়ামী লেম্পেন্সার, ভারত স্পন্সর্ড ২০০৮ এর ইলেকশনের পর ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে যশোরের অভয়নগর এর দস্যুসম হুইপ আব্দুল ওহাবের পিএস হিসেবে নিযুক্ত হয় এই ওমর ফারুক। তাদের বাড়ী একই গ্রামে। তারপর পুরোটা আমল হুইপের পিএস হয়ে যত ধরনের অপকর্ম সম্ভব করে গেছে। আব্দুল ওহাব তার মেয়াদ শেষে একে কলকাতার ডেপুটি হাইকমিশনের পোস্টিং করায়। আওয়ামী আমলে সব ধরনের পদোন্নতি ভালো ভালো পোস্টিং পেয়েছে। তারপর সচিব হিসেবে এডমিন একাডেমির রেক্টর হয় এবং ওখানেই আছে। ভয়ানক আওয়ামী মতাদর্শের এই সচিব ইয়াং এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটদের মগজ ধোলাইয়ের কাজে ব্যস্ত।
১৭	এ.এইচ.এম শাফকুজ্জামান (৫৯১৩)	সচিব, শ্রম মন্ত্রণালয়	আওয়ামীলীগের মদদপুষ্ট, বর্তমান সরকারের জন্য ক্ষতিকর ও চরম দুর্নীতিবাজ। সাবেক বানিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সীর অত্যন্ত আস্থাভাজন ছিলেন। পদোন্নতি পদায়নের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক হিসেবে ঐ আমলে কাজ করেছেন। স্বৈরাচারের পলিসি মেকার। ২০১৮ এর রাতের ভোটের অন্যতম একজন কারিগর ছিলেন। অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এক ভয়ানক কট্টর আওয়ামী লেসপ্যাপ্সার। নিজেকে প্রধানমন্ত্রীর লোক হিসেবে পরিচয় দিত, ভোক্তা অধিকারী ডিজি থাকার সময় ডক্টর ওয়াজেদ পুরস্কার পায়। ২৪ এর ৭ই জানুয়ারির ডামি ইলেকশনের পক্ষে পাবলিক সার্ভেন্ট হয়েও প্রকাশ্যে প্রচারণা চালায় সোশ্যাল মিডিয়ায়। শেখ মুজিবের গুণকীর্তনে তার গত আমলের চাকরির অধিকাংশ সময় ব্যয় হয়েছে। এর স্ত্রী জাহেদাও আরেক ভয়ানক আওয়ামীলীগ কট্টর দলবাজ যে তার অলৌকিক ক্ষমতা বলে কিছুদিন আগে সচিব হয়েছে। ছাত্র জনতার আন্দোলনের সম্পূর্ণ বিপক্ষে থাকা সত্ত্বেও এই শফিকুজ্জামান বর্তমানে সরকারের কাছেই সচিবের পদে দীক্ষা নিয়েছে।
১৮	নাসারন আফরোজ (৫৬৬৩)	নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব), জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।	স্বৈরাচারের দোসর। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কার্যালয়ের মহাপরিচালক ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর এমডি ছিলেন।

১৯	মোহাম্মদ জয়নুল বারী (৪১২২)	চেয়ারম্যান (চুক্তিভিত্তিক) বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রন কর্তৃপক্ষ	অতিমাত্রার আওয়ামীলীগার। কক্সবাজারের ডিসি, জনপ্রশাসনের এপিডি উইং এর মাঠপ্রশাসন অধিশাখার ডিএস, যানবাহন অধিদপ্তরের পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের যুগ্মসচিব, দুদকের মহাপরিচালক রংপুর ও ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার ও আওয়ামী সরকারের আমলে সমাজ কল্যাণ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সচিব ছিলেন। ২০২২ সালে অবসরের পর তাকে আবার বীমা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়। এখনও ঐ পদে আছেন মহা দাপটের সাথে। পদোন্নতি ও পদায়নের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক হিসেবে ঐ আমলে কাজ করেছেন। স্বৈরাচারের পলিসি মেকার। ২০১৮ এর রাতের ভোটের একজন কারিগর ছিলেন।
২০	মোঃ মুসালম চৌধুরী	চেয়ারম্যান (চুক্তিভিত্তিক) সোনালী ব্যাংক	আওয়ামী সরকারের সময় অর্থ সচিব, কম্প্রোটার এন্ড অডিটর জেনারেল। তিনি অর্থসচিব থাকাকালীন ব্যাংক খাতে ব্যাপক লুটপাট ঘটেছে। তিনি তার ভাই জনাব মহসিন চৌধুরীকে সচিব পদে পদোন্নতি দেন। তিনি ২০২০-২১ সালে অনলাইন ক্লাসের নামে অডিট এন্ড একাউন্টস ডিপার্টমেন্টে ঘরে বসে সংবিধান বিষয়ে ক্লাস নিতেন এবং তার শিষ্য আব্দুর রউফ তালুকদারকে দিয়ে বিশেষ অর্ডার করানোর নামে বিপুল অংকের অর্থ পকেটে ঢুকিয়েছেন। চট্টগ্রামের রাউজানের সবাই জানে মুসলিম চৌধুরির পরিবার বংশানুক্রমে আওয়ামীলীগ রাজনীতির সাথে যুক্ত।
২১	মোঃ আশরাফ উদ্দন (৫৯৪১)	সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	অতিমাত্রার আওয়ামীলীগ। মূখ্য সচিবের পিএস, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক, বগুড়া ও যশোরের ডিসি, চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার, আবাসন পরিদপ্তরের পরিচালক এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্ণেন্স ইনোভেটিভ ইউনিটের ডিজি ছিলেন। স্বৈরাচারের আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত সচিব। পদোন্নতি পদায়নের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক হিসেবে ঐ আমলে কাজ করেছেন। স্বৈরাচারের পলিসি মেকার ছিলেন। উগ্র আওযামী মতাদর্শের এই কর্মকর্তার চাকরি বোধ হয় ২০২৮ সাল পর্যন্ত আছে, এর আগে বিএপিটিসির রেক্টর ও সচিব ছিল। কট্টর আওযামী কানেকশনের জন্য গত বিএনপি আমলের শেষে হাওরে পোস্টেড হয়। আওযামী লীগ আমলে বগুড়া ও যশোরের ডিসি চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার হয়। অসম্ভব ধূর্ত ভারতপন্থী ও আওযামী লীগের একনিষ্ঠ ঠ্যাং চাটা এই আমলার সন্তান সম্ভবত সেনাবাহিনীতে চাকরি করে সেই সূত্রের সেনাবাহিনীর সাথে বিরাট কানেকশন তৈরি করেছে। আওযামী লীগার হয়েও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালযের দাযিত্বে আছে সে।
২২	ইশরাত চৌধুরী (৬০২৬)	সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	স্বৈরাচারের দোসর ও চরম সুবিধাবাদী। আওয়ামীলীগ আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত সচিব। স্বামী ও স্ত্রী একই ব্যাচের। আওযামী আমলে আরেক চরম সুবিধাভোগী মহিলা, যার স্বামী ছিল একই ব্যাচের রিজওযান, প্রাক্তন মহাপরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। পুরো আওযামী লীগ আমলে

			ঢাকায় ভালো ভালো মন্ত্রণালয়ে চাকরি করে আওয়ামী সেবা দেয়ার কারণে আওয়ামীলীগ তাকে সচিব বানিয়ে যায়।
২৩	শারফা খান পরিচিতি নং- ৪১৭৭	বিকল্প নির্বাহী পরিচালক (সচিব) বিশ্ব ব্যাংক	আওয়ামীলীগের চরম সুবিধাভোগী। আওয়ামীলীগ আমলে যুক্তরাজ্যে কমার্শিয়াল কাউন্সিলর, ইআরডি'র সচিব ও বর্তমানে আওয়ামীলীগ আমলে চুক্তিতে নিয়োজিত আছেন।
২৪	সিদ্দিক জোবায়ের পরিচিতি নং ৩৬২৭	সিনিয়র সচিব মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	তিনি সাবেক বিদ্যুৎ প্রতি মন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপুর ক্যাশিয়ার হিসেবে পরিচিত। শিক্ষা জীবনে ৩য় শ্রেণি প্রাপ্ত। আওয়ামী ফ্যাসিস্ট আমলে বিদ্যুৎ খাতে লুটপাটের তিনি অন্যতম সহযোগী। তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে নিযুক্ত হয়ে বিএনপি-জামাতপন্থী কর্মকর্তাদেরকে ব্যাপক হয়রানি করে চলছেন। ঘাপটি মেরে থাকা শয়তান টাইপের ব্যুরোক্রাট। কার সুপারিশে কী কারণে তাকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হলো, সচেতন মহলে তা একটি বিরাট প্রশ্ন।
২৫	ডাঃ মোঃ সারোয়ার বারী পরিচিতি নং- ৬২৬১	সচিব স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	তিনি আওয়ামী ফ্যাসিস্ট এর সুবিধা ভোগী এবং আওয়ামীপন্থী কর্মকর্তা হিসেবে পরিচিত। মেডিকেল কলেজের ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অদক্ষতা ও অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। এমন একজন কর্মকর্তা সচিব হিসেবে পদায়িত থাকলে বর্তমান সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হবে এবং সরকারের বিভিন্ন নীতি নির্ধারণী বিষয়ের গোপনীয়তা লঙ্ঘন হবে। তাকে তার দায়িত্ব/চাকরি থেকে অপসারণ করা খুবই জরুরী।
২৬	জাহেদা পারভীন (৬৩০৮)	সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	আওয়ামী আমলে অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি পান। তিনি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব থাকাকালে " গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাবনা" শিরোনামে প্রশস্তিমূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তার স্বামী শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব এ এইচ এম শফিকুজ্জামানও আওয়ামী মদদপুষ্ট ও দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা। স্বামী স্ত্রী উভয়েই ভারতীয় র'এর এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে চলেছে।
২৭	শাহারিয়ার কাদের সিদ্দিকী	সচিব, ইআরডি	আওয়ামী আমলে সচিব পদে পদোন্নতি পান। একথা সকলেই অবহিত আছে যে, শেখ হাসিনার মদদপুষ্ট দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের দ্বারা প্রস্তাবিত কর্মকর্তা আওয়ামীলীগ করে কী না, আওয়ামীলীগের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম কী না এগুলো যাচাই করেই সচিব পদে পদোন্নতি দেয়া হতো। এই শাহরিয়ার কাদের তাদের মধ্যে অন্যতম। আওয়ামীলীগের প্রাক্তন মন্ত্রী ও যশোরের প্রভাবশালি আওয়ামীলীগ নেতা মরহুম এএইচ এস কে সাদিক এর স্ত্রী ও আওয়ামীলীগের প্রাক্তন জনপ্রশাসন মন্ত্রী ইসমত আরা সাদিক এর পিএস ছিলেন।
২৮	এ,এম আকমল হোসেন আজাদ	সদস্য (সিনিয়র সচিব), প্লানিং কমিশন	১৯৮২ ব্যাচের কর্মকর্তা। বর্তমানে চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত আছেন। প্রথমে তাকে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে পোষ্টিং দেয়া হয়। সেখানে দুর্নীতির সুস্পষ্ট প্রমানের আলোকে পরবর্তীতে মৎস ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বদলী করা হয়। সেখানেও প্রকাশ্যে ঘুষ নেয়ার অভিযোগ ওঠায় বর্তমানে সিনিয়র সচিব মর্যদায় প্লানিং কমিশনের সদস্য হিসেবে কর্মরত আছেন। সরকারের ভাবমূর্তি এবং দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হলে এরুপ কর্মকর্তাকে অপসারনের বিকল্প নেই।
২৯	ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন	সদস্য, প্লানিং কমিশন	আওয়ামী আমলে ধারাবাহিক পদোন্নতি পেয়ে অতিরিক্ত সচিব হন। শেখ হাসিনার মদদপুষ্ট দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের গ্রুপের সক্রিয় সদস্য। শোনা যায়, প্লানিং কমিশনে বসে ভারতীয় র' এর এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে চলেছেন।

৩০	সুকেশ কুমার সরকার	মহাপরিচালক (সচিব) জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি	স্বৈরাচারের দোসর। বিসিএস ১৩ ব্যাচের রেলওয়ে ক্যাডারের সদস্য। আওয়ামী আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত সচিব। সরাসরি র' এর এজেন্ট। এখনও শেখ হাসিনার সাথে গোপন যোগাযোগ আছে। সীল মারা আওয়ামীলীগার। তাকে শুধু অপসারণ-ই নয়, তাকে এ্যারেষ্ট করা প্রয়োজন। বুয়েট আহসানউল্লাহ হল, ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন। প্রাক্তন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমের দক্ষিণহস্ত হিসেবে পরিচিত এবং দুজনের বাড়ীও রাজশাহীর বাঘা উপজেলার একই গ্রামে।
৩১	মমতাজ আহমেদ	সিনিয়র সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক	চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত আছেন। অথর্ব, অদক্ষ এবং চরম সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন। সরকারের ভাবমূর্তি এবং দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হলে এরুপ কর্মকর্তাকে জরুরিভিত্তিতে অপসারন করা প্রয়োজন। গোয়েন্দা সংস্থার তথ্য মোতাবেক তিনি অতি সংগোপনে আওয়ামী রাজনীতির সাথে যুক্ত।
৩২	মোহাম্মদ মাহমুদুল হোসাইন খান, ৫৮৯২,	সচিব সংযুক্ত প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়।	আওয়ামী লীগ আমলে পদোন্নতিতে কোন সমস্যা হয়নি ওই মতাবলম্বী হওয়ায়। শরীয়তপুরের ডিসি ছিল। এরপর দীর্ঘদিন সমন্বয় ও সংস্কার বিভাগের সচিব হিসেবে কাজ করেছে।
৩৩	মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান ৬০৩৭,	সচিব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।	একনিষ্ঠ আওয়ামী আনুগত্যের কারণে আওয়ামী লীগ তাকে সচিব বানায়। বর্তমান সরকার এসে তাকে ওএসডি করেছিল। তারপর অলৌকিক ক্ষমতা বলে আবার পুনর্বাসিত হয়ে পূর্ণ মন্ত্রণালয়ের সচিব হয়েছে। কেউ জানে না কিভাবে কী জাদু মন্ত্রবলে তিনি দাপিড়ে বেড়াচ্ছেন।
৩৪	মোহাম্মদ সাইদুর রহমান (৫৯৪৭)	মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের	প্রাক্তন মন্ত্রী পরিষদ সচিব সাইফুল আলম ও আনোয়ারুল ইসলাম খন্দকারের মত সুফিবাদ থাকলেও কট্টর আওয়ামী মতাদর্শের। মানিকগঞ্জের কোন এক পীরের ভক্ত। গত আওয়ামী লীগ আমলেও সব ধরনের ভালো পোস্টিং পদোন্নতি পেয়ে গেছে।
৩৫	গাজী মহম্মদ সাইফুজ্জামান (৫৯৮৫)	মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।	কট্টর আওয়ামী মতাদর্শের এই অফিসার ফ্যাসিস্ট আমলে বরিশালের ডিসি ছিল। ওই সময় তার প্রত্যক্ষ উস্কানিতে শেখ মুজিবের ছবি বিকৃত করার মিথ্যা অভিযোগে এক ইউএনওকে জেল খাটায়। কিন্তু তার পদোন্নতি বা ভালো পশ্চিম পেতে কোন সমস্যা হয়নি, দলীয় আনুগত্যের কারণে। তার অপকর্মের ফিরিস্তি প্রকাশিত হলে তাকে অন্তর্বর্তী সরকার ওএসডি করে। কিন্তু অলৌকিক ক্ষমতা বলে এক ঘণ্টার মধ্যে তার সেই ওএসডি আদেশ প্রত্যাহার করা হয়। এখনো সে দাপিয়ে দায়িত্ব পালন করে চলেছে। অর্থাৎ পতিত স্বৈরাচারী রেজিমের পারপাস সার্ভ করে চলেছে।
৩৬	ডক্টর লিপিকা ভদ্র (৬০২৫)	চেয়ারম্যান (গ্রেড-১), বাংলাদেশ চিনিও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন	প্রশ্নাতীত আওয়ামী আনুগত্যের পুরস্কার স্বরূপ সে আওয়ামী সরকার পতনের ১২ দিন আগে গ্রেড ওয়ান পদে পদোন্নতি পায়। তারপর থেকে দাপটের সাথে এই পদেই টিকে আছে। এর স্বামী একই বিসিএস এর ১৩ ব্যাচের বিকাশ ঢাকার সিএমএম ছিল এক ভয়ানক আওয়ামী দূরাত্মা। এই সরকার তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দেরি করলে সে পদত্যাগ করে। বর্তমানে দুদকের তার বিরুদ্ধে অনুসন্ধান চলছে। পত্রপত্রিকা খুললেই বিকাশ সাহার

			সীমাহীন দুর্নীতির চিত্র পাওয়া যায়। সুতরাং তার স্ত্রী কেমন হবে সহজেই বুঝা যায়। উভয়ের র' এর এজেন্ট।
৩৭	মোঃ আব্দুল কাইয়ুম (৬০৫২)	মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট	কট্টর আওয়ামী মতাদর্শের এই কর্মকর্তা আওয়ামী লীগ আমলে অধিকাংশ সময় জনপ্রশাসন সহ গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে ছিল। আওয়ামী প্রকাশিত প্রশাসনকে সর্বতোভাবে সহায়তাকারী এই কর্মকর্তা তার নিজের ব্যাচ মেটদের প্রতি ছিল খড়্গহস্ত। ভিন্ন মত ও পথের বহু কর্মকর্তা সে ক্ষতি করেছে। এন আই এল জির মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের থেকে সে তৃণমূল পর্যায়ে আওয়ামী মতাদর্শ প্রচারের কাজে লিপ্ত আছে এখনো।
৩৮	সালেহ আহমেদ মোজাফফর (৫৯৭৯)	জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ বুরোতে চুক্তিভিত্তিক মহাপরিচালক (গ্রেড-১)	মৃদুভাসি এই কর্মকর্তা আওয়ামী লীগ আমলে চাকুরী জীবনে কখনো সমস্যার সম্মুখীন হয়নি তার পরেও বর্তমান সরকার তাকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিয়েছে অদৃশ্য কারণে।
৩৯	কেয়া খান (৬০৮৩)	মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।	পুরো আওয়ামী আমল জুড়ে সুবিধাভোগী এই কর্মকর্তা কখনোই পোস্টিং বা পদোন্নতি খেতে বঞ্চনার শিকার হননি। এখনো আগের আমলের ধারাবাহিকতায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।
৪০	ড. মোহাম্মদ বাশরুল আলম (৫৯০৬)	অতিরিক্ত সচিব ও মহাপরিচালক জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট।	ছাত্র জীবনের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের ক্যাডার বরগুনার ডিসি ছিল। জননিরাপত্তা বিভাগে দীর্ঘদিন কাজ করেছে। গত সরকার ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর ডিজি বানায়। সেখানে নানা কেলেঙ্কারি হওয়ার পর বর্তমান অন্তবর্তী সরকার তাকে ওএসডি করে। অলৌকিকভাবে আবার দিব্যি পুনর্বাসিত হয়ে নতুন পোস্টিংয়ে গেছে।
৪১	মেহেদী হাসান (৫৯৭০)	অতিরিক্ত সচিব ইকোনমিক মিনিস্টার, ওয়াশিংটন ডিসি।	কট্টর আওয়ামী মতাদর্শের কর্মকর্তা গত আমলেই ফরেন পোস্টিং এ যায় এখনো কিভাবে কন্টিনিউ করছে তার মাযেযা কেউ জানেনা।
৪২	মোঃ আব্দুর রউফ (৫৭১০)	সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	আওয়ামী সরকার কর্তৃক সচিব পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত ও পদায়িত। বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান, স্থানীয় সরকার বিভাগের পানি সরবরাহ ও জনস্বাস্থ্যের সেক্টর পলিসি সাপোর্ট প্রকল্পের সহকারী প্রকল্প পরিচালক ও স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্মসচিব ছিলো। সচিব থাকাবস্থায় আওয়ামীলীগ আমলে পাটকল নিয়ে ষড়যন্ত্রের ভারতীয় এজেন্ডা বাস্তবায়নে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে।
৪৩	কাজী এনামূল হাসান	মহাপরিচালক (সচিব), সরকারি কর্মচারি কল্যাণ বোর্ড	শেখ হাসিনার জনপ্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা কুখ্যাত কুলাঙ্গার এইচ,টি ইমামের একান্ত সচিব (পিএস) ছিল। সরাসরি আওয়ামীলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত। প্রশাসনকে অস্থির এবং নিজের খেয়াল খুশি এবং ভারতীয় এজেন্ডা বাস্তবায়নের মহানায়ক তিনি।

৪৪	মোঃ মাফদুর রহমান(৬২৫৪)	সচিব , সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যুগ্মসচিব হিসেবে থাকাকালে **" শতবর্ষে মুজিব হৃদয়ে ও মননে"** বইটিতে তিনি **"দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর দর্শন"** শিরোনামে একটি দীর্ঘ আর্টিকেল লেখেন। তার লেখক নাম- মিহির মুসাকী। **১১/০৪/২০২৫ খ্রি. তারিখে " বৈষম্যবিরোধী কর্মচারি ঐক্য ফোরামের কার্যকরী সভাপতি জনাব মোঃ আব্দুল খালেক স্বাক্ষরিত যে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয় সেখানে উল্লেখ করা হয় যে,** " মোঃ মফিদুর রহমান ১৫ তম বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের স্বৈরাচারি আওয়ামী সরকারের দোসর ও সুবিধাভোগী কর্মকর্তা। তাকে ১০ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী সংগঠন, বঞ্চিত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের পক্ষ হতে ফ্যাসিস্ট সহযোগীদের অপসারণের দাবি উঠলেও সরকার এ ব্যাপারে নির্বিকার। তিনি আওয়ামী আমলে সকল পদোন্নতি পেয়েছে এবং সুযোগ সুবিধা নিয়েছে। স্বৈরাচারি আওয়ামী সরকারের আস্থাভাজন হওয়ায় ভালো ভালো মন্ত্রণালয়ে চাকরি করেছে। প্রত্যেকবার পদোন্নতি প্রাপ্তির পর সবাইকে নিয়ে শেখ মুজিবের কবরে ফূল দেয়ার নেতৃত্ব দিয়েছে। স্বৈরাচার আমলে বাংলাদেশ টেলিভিশনে মুজিব ও আওয়ামী বন্দনা অনুষ্ঠানে সঞ্চালক হিসেবে বেশ কিছুদিন দায়িত্ব পালন করেছে। সে শাহবাগে গণজাগরণ মঞ্চ আন্দোলনের একজন পুরোধা সংগঠক। আমরা অবিলম্বে জনাব মফিদুরের নিয়োগাদেশ বাতিল করার দাবি জানাচ্ছি"। জনাব মফিদুর গোপনে ভারতে অবস্থানরত শেখ হাসিনার সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে। সচিবালয়ে প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দুতে অস্থিরতা সৃষ্টির পায়তারা করছে এবং শেখ হাসিনাকে পূনর্বাসনে ভারতীয় গোয়েন্দা র' এর সক্রিয় এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে। তাকে অনতিবিলম্বে অপসারণসহ আইনের আওতায় আনা প্রয়োজন।

ছাত্র-জনতার রক্তাক্ত বিপ্লবের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদ শাসনের অবসান হয়েছে। রক্তের দাগ এখনো শুকায় নাই। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের অন্যতম অঙ্গীকার ছিল, শোষণ দুর্নীতিমুক্ত দেশ গঠনের। দেশ গঠনে প্রশাসনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকারের সমর্থক এবং ভারতীয় র' এর এজেন্ট উপরে উল্লিখিত কর্মকর্তাদের স্বপদে বহাল রেখে দুর্নীতিমুক্ত ও শোষণমুক্ত সমাজ বিনির্মাণ কোনভাবেই সম্ভবপর নয়। অনতিবিলম্বে উপরের তালিকায় বর্ণিত কর্মকর্তাদের চাকুরি হতে অপসারণ অথবা ওএসডি করা আবশ্যক।